দৈনিক ইত্তেফাক

44

তারিখ ... DEC 23 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রসঙ্গঃ প্রাথমিক শিক্ষা মাঠ ভিত্তিক সমীক্ষা

শান্তনু হাসান খান

শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত মজবুত না হলে সে শিক্ষা বেশীদূর এগুতে পারে না। পারে না টিকে থাকতে যেমন দশ তলা ইমরাত গড়ে যদি না ফাউন্ডেশনটি ঠিকভাবে না দেওয়া হয়। দূর্বল ফাউন্ডেশন-এর উপর গড়ে উঠা ইমরাত যে কোন মুহূর্তেই দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই নিরক্ষরতা দূর করতে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর মূল চাবিকাটি হলো প্রাথমিক শিক্ষা ও-এর সাথে সম্পৃক্ত প্রাথমিক শিক্ষকগণ।

১৯৯৩ সনে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বহু আইন-কানুন ও প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে যে, শিক্ষাদান ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা ঠিকভাবে অর্জিত হচ্ছে না। প্রতি বছরই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শিক্ষাপক্ষ পালন করা হয় এবং নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন– বিনামূল্যে পাঠ্যবই, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, কর্মসূচী। বাধ্যতামূলকভাবে পরিদর্শন ব্যবস্থা। বিশেষ স্কোয়ার্ড গঠন ইত্যাদি। প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় দারিদ্র্যতা।

সরকার, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। যেখানে এদেশের ৮০% লোক দারিদ্র্যতা কষাঘাতে জর্জরিত– "নূন আনতে পান্তা ফুরায়"– সেখানে শিক্ষা যেন বিলাসিতার শামিল। তাই বাদ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সকল বাস্তবায়ন-এর লক্ষ্যে সরকারকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে শিক্ষা সংকোচনের সকল কারণগুলি উন্মোচিত করে তার বিদুরিত করা। এখানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক সফল বাস্তবায়নের রূপ দেয়ার লক্ষ্যে কিছু মতামত আলোচনা করা হলঃ

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিনামূল্যে বই-পত্র সরবরাহ এবং খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী প্রণয়ন করেছেন। নিঃসন্দেহে এ উদ্যোগ উৎসাহ ব্যঞ্জক। কিন্তু আমাদের এ অশিক্ষিত ও অনুন্নত এ প্রচেষ্টা বড় হতাশাব্যঞ্জক। যদি অভিভাবকগণ উৎসাহিত হয়ে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠান। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বই বিলির সময়ই তাদের উপস্থিতি ১০০%। পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমশঃ এ উপস্থিতি হ্রাস পায়। এটা বড় দুঃখজনক। এছাড়া উভয় কর্মসূচীতেই অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও দূর্নীতিতে ভরা। এর জন্য আমি প্রশাসন বা সরকারকে দায়ী করব না কিংবা শিক্ষকদের। এর জন্য দায়ী মূলতঃ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। আমাদের চারিত্রিক দুষ্টতা। শিক্ষকগণ এ দুটো কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে মোটের উপর হিমশিম খাচ্ছে।

প্রথমতঃ আসা যাক বইয়ের ব্যাপারে। সরকার স্কুলগুলোতে যা বই সরবরাহ করেন তা ছাত্র অনুযায়ী অপ্রতুল। ৫০% বই নূতন ও পুরাতন মিলিয়ে বই বিলি করা নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, কোমলমতি শিশুদের থেকে পুরানো বই সংগ্রহ করে তা পুনরায় বিলি বন্টন করে এই ছেঁড়া ফাঁড়া বই থেকে বৎসরান্তে যোগ্যতা অর্জনের আশা করাটা চিন্তার বিষয়। অপরদিকে বিদ্যালয়ের সকল শিশু বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে না। সঙ্গত কারণে বই সংগ্রহ ও আশানুরূপ হয় না। বাছাই করে বই বিলিযোগ্য বই পাওয়া যায় অতি নগণ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বেলায় পুরনো সংগৃহীত বইয়ের আশা না করাটাই সমীচীন। কেননা এই অবুঝ কচি শিশুদের হাতে একাবর কেন দু'তিন বার বই দিয়ে ৩ বৎসর পার করনো বড় কঠিন ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিড়ম্বনার কথা না বললেই নয়। শিক্ষাগত বই সংগ্রহ ও বাছাই থেকে শুরু করে বই বিলি বন্টন পর্যন্ত যে তাদের কত শ্রম ও অভিভাবদের কটূক্তি নীরবে হজম করতে হয় তা কেবল ভূক্তভোগী মাত্রই জানেন। বই বিলি বন্টন-এর রেকর্ডপত্র ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা বড় দুরূহ ব্যাপার।

যেহেতু বইগুলোর বিনামূল্যে দেওয়া হয় তাই এ গুলোর কদর যেন "মাগনা গরুর দাঁত নেই"– মত অবস্থা। অনাদর ও অবহেলায় বইগুলি অযত্নে গৃহে রক্ষিত হয়। অপরদিকে যদিও বিনামূল্যে বইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিতি বেশ বৃদ্ধি পায় তথাপি এ উপস্থিতি সাময়িক। তাই বিনামূল্যে বই সরবরাহ না করে যদি সরকার স্বল্প মূল্যের বইগুলো বাজারে সরবরাহ করার পদক্ষেপ নেন তবে একদিকে যেমন শিক্ষকগণ অভিভাবকদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, রোষানল ও অযথা পরিশ্রম থেকে রেহাই পেত এবং এ সময়টুকু শিশুদের পাঠের নিমিত্তে নিয়োজিত থাকতে পারতেন। অপরদিকে বইগুলোও যত্নে রক্ষণ করা হত। অপচয় কিছুটা হলেও কম হত। কারণ বিনাশ্রমে বিনামূল্যে পাওয়াতে এগুলোর প্রতি অবহেলা আত্মপ্রকট। কষ্টার্জিত অর্থের ক্রয়কৃত বইয়ের কদর বেশী হওয়াটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর পদক্ষেপ সরকার নিয়েছেন বটে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার কতটুকু ফলপ্রসূ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা। খাদ্যটাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষা হচ্ছে গৌন। কারণ খাদ্য শস্যের জন্যই শিশু বিদ্যালয়ে আসছে আদৌ শিক্ষার তাগিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা বিদ্যালয়ে আসছে না। তা'ছাড়া এ খাদ্য বন্টনে শিক্ষকগণ যে বিড়ম্বনার শিকার হন তা বড় দুঃখজনক। গম কেলেঙ্কারীর ঘটনা এখন শিক্ষকদের ঘাড়ে। এ পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হয়ে একজন আদর্শবান শিক্ষক হারাচ্ছে তার নৈতিকতাবোধ।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে প্রধান শিক্ষকের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। প্রধান শিক্ষককে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হয়। কিন্তু ফলতঃ দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের তেমন কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই। তাই অহরহ প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মাঝে কোন্দলের পাহাড় গড়ে উঠে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হয়। তাই ঐ ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকদের কিছুটা হলেও ক্ষমতা প্রদান করা হবে। যেমনটি মাধ্যমিক সহকারী বিদ্যালয়ে বিদ্যমান।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে প্রধান শিক্ষকের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। প্রধান শিক্ষককে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হয়। কিন্তু ফলতঃ দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের তেমন কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই। তাই অহরহ প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মাঝে কোন্দলের পাহাড় গড়ে উঠে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হয়। তাই ঐ ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকদের কিছুটা হলেও ক্ষমতা প্রদান করা হবে। যেমনটি মাধ্যমিক সহকারী বিদ্যালয়ে বিদ্যমান।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে সাফল মন্ডিত করতে হলে এবং শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি কল্পে বিদ্যালয় পরিবেশকে আকর্ষণীয় করতে হবে। এ জন্য চাই সহপাঠ ক্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। যদি সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তথাপি তা আশাব্যঞ্জক নয়। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্গীতকে একটি বিষয় হিসাবে নিয়েছেন এবং এ বিষয়ের একটি বইও প্রণয়ন করেছেন কিন্তু সঙ্গত শিক্ষক হিসেবে কোন বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষক নিয়োগ করেন নাই। তাই এ দিকটি বড় অবহেলিত। সরকার এ বিষয়টি বিবেচনাধীন রাখলে শিশু হার বৃদ্ধি পাবে এবং ঝড়ে পরা রোধ হবে। অনুরূপভাবে জুনিয়র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শরীর চর্চা শিক্ষক ও নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

পরিবেশষে বলা যায় যে, সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের মূল চাবিকাঠিই হলো শিক্ষা বিভাগও তার প্রশাসনিক সুব্যবস্থাপনা। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সীমাহীন অব্যবস্থা, দুর্নীতি, সিদ্ধান্তহীনতা বিদ্যমান তা দূর করতে না পারলে অভীষ্ট লক্ষ্যে কোন দিনই যে পৌঁছা যাবে না তা সুনিশ্চিত। তাই বলিষ্ট ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আইনকে শক্তভাবে প্রয়োগ করে প্রশাসনকে কলুষমুক্ত রাখার জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে দেশ নিরক্ষরতার বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাবে। ❑